২য় প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী বিজ্ঞানীদের আহ্বান –

জাতির মেধার বিকাশে এগিয়ে আসুন

বিশেষ প্রতিবেদক

এক সময়ের সারা ভারতবর্ষের জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু এই বাংলাদেশে প্রযুক্তির প্রচলন রুদ্ধ রেখে, এ দেশে যেন মেধার বিকাশ না ঘটে সে ধরনের পরিবেশ সৃষ্টি করা হচ্ছে। দেশ ও জনগণের উন্নতির স্বার্থে নীতি নির্ধারকসহ সকল সচেতন নাগরিককে দেশে কমপিউটার শিক্ষা ও প্রচলন এবং টেলি-যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে।

২ মে সোমবার জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে মাসিক কমপিউটার জগৎ আয়োজিত দেশের ২য় কমপিউটার প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী, বিজ্ঞান লেখক ডঃ আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীন।

গত ২৭ জানুয়ারী ঢাকার মোহাম্মদপুরস্থ বিসিসি'র কার্যালয়ে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। শিশু শ্রেণী থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণী পর্যন্ত ৪টি গ্রুপে অনুষ্ঠিত এ প্রতিযোগিতায় দেশের প্রায় সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয় এবং নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীসহ প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকেও অনেক প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। চারটি গ্রুপে মোট উনিশজন প্রতিযোগী এই প্রতিযোগিতায় পুরস্কার লাভ করেছে।

প্রতিযোগিতায় 'ক' গ্রুপে (স্নাতক শ্রেণী বা তদুর্ধ), 'খ' গ্রুপে (নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী), 'গ' গ্রুপে (মাধ্যমিক শ্রেণী) এবং 'ঘ' গ্রুপে (শিশু থেকে ৫ম শ্রেণী) প্রথম স্থান অধিকার করেছে যথাক্রমে– মোহাম্মদ নুরুল মিনহাজ (বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা); মোজাহিদুল হক আবুল হাসনাত (নটরডেম কলেজ, ঢাকা); এ.বি.এম. আব্দুল্লাহ (দি সেইফওয়ার্কস); লিখন সিদ্দিকী (ম্যাপেল লীফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, ঢাকা)।

বয়সের তুলনায় অসামান্য নৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্য বিশেষ পুরস্কার পেয়েছে শিশু শ্রেণীর ছাত্র রুম্মান আল আশেকিন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি অধ্যাপক ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরীসহ বক্তব্য রাখেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপিউটার বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ডঃ লুৎফর রহমান খান, বাংলাদেশ কমপিউটার সোসাইটির সভাপতি এম. আনিসুর রহমান খান, কমপিউটার জগৎ-এর অধ্যাপক মোঃ আবদুল কাদের এবং রেজাউল করিম।

অনুষ্ঠানে সকল বক্তাই ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ করে ছোটদের প্রতিভা এবং সম্ভাবনাময় কমপিউটার প্রযুক্তি বিকাশে অন্যান্য দেশের মত এ ধরনের প্রতিযোগিতার প্রচলন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, শিক্ষা এবং ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত অবলিম্বে ডাটা নেটওয়ার্ক ও সুলভ টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা ই-মেইল চালু করার জোর দাবী জানান। তাঁরা প্রতিযোগীদের মেধার ভূয়সী প্রশংসা করে তাদের উৎসাহ প্রদানে এগিয়ে আসার জন্য সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

ক্বারী আশরাফুল করিমের কোরান তেলওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণে কমপিউটার জগৎ-এর লেখক সম্পাদক রেজাউল করিম বলেন, সামাজিক প্রয়োজন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সচেতন কোন জাতিই কমপিউটার সাক্ষরতার বিষয়ে উদাসীন থাকতে পারে না। উন্নত সমাজের সুফল ভোগ করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই কমপিউটার সাক্ষর একটা সমাজ গড়ে তুলতে হবে। কমপিউটার জগৎ গত তিন বছর যাবৎ সে লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছে। তিনি জনগণের মাঝে কমপিউটার প্রসারের লক্ষ্যে কমপিউটার জগৎ-এর ৩য় বছর শেষ হয়ে ৪র্থ বছরের তাৎপর্যপূর্ণ সূচনা লগ্নে এ রকম একটি অনুষ্ঠানে প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় যারা প্রতিযোগী হয়ে পুরস্কার পেয়েছে, অংশগ্রহণ করেছে এবং উপস্থিত সকলকে সাদর সম্ভাষণ জানান।

প্রতিযোগীদের পক্ষ থেকে ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরী স্কুলের ছাত্র ইমাম তানভীন আলম স্বচ্ছ এ ধরনের একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করে বিশেষ করে ছোটদেরকে উৎসাহিত করার জন্য কমপিউটার জগৎ-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যাপক মোঃ আবদুল কাদের বলেন, ৫০ বছর আগে ভারতবর্ষের আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত ৬ জন বিজ্ঞানীর মধ্যে ৪জনই ছিলেন এই অঞ্চলের খাটি বাঙালী। তিনি অনুষ্ঠানের সভাপতির টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে দেয়া এক তথ্যের উল্লেখ করেন। সাক্ষাৎকারে ডঃ শরফুদ্দীন বলেছিলেন সারা পৃথিবীতে একমাত্র এদেশের মানুষেরই দৈহিক উচ্চতা কমে যাচ্ছে। অধ্যাপক কাদের বলেন, শুধু দৈহিক উচ্চতা নয় এদেশের মানুষের মেধার বিকাশও ভয়াবহভাবে সংকুচিত করে ফেলা হচ্ছে। তিনি জাতিসংঘের এক রিপোর্টের উল্লেখ করে বলেন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের আমরা কেবল শ্রীলংকা-নেপালের চেয়ে দৈন্য নই, আফ্রিকার কেনিয়া-উগাণ্ডার মত দেশ থেকেও অনেক পিছিয়ে আছি। তবে তিনি প্রত্যয় দীপ্ত কণ্ঠে বলেন, এই প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় বিশেষ কর ছোট্ট শিশুরা যে মেধার পরিচয় দেখিয়েছে ঠিকমত সুযোগ সুবিধা ও পরিবেশ পেলে তারা বিশ্ব সমাজে আমাদের গৌরবোজ্জ্বল অবস্থান একদিন ফিরিয়ে আনতে পারে।

সীমিত সামর্থের কারণে ভবিষ্যতে কমপিউটার জগৎ-এর পক্ষ থেকে এ ধরনের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়তো সম্ভব হবে না একথা জানিয়ে তিনি এ ধরনের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের জন্য কমপিউটার কাউন্সিল, বুয়েট, কমপিউটার সোসাইটির মত প্রতিষ্ঠান– যাদের এ কাজ করার কথা তাদেরকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

অধ্যাপক কাদের দেশের সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনা করে তথ্য প্রযুক্তির সামগ্রীর অবচয় ১০০% করার এবং জিডিপির কম পক্ষে ৭% টেলিযোগাযোগ খাতে ব্যয় করার দাবী জানান।

তিনি প্রতিযোগিতায় সহায়তা প্রদানের জন্য সর্বজনাব আবদুল্লা আল-মুতী শরফুদ্দীন, রেজাউল করিম, রুহুল আমিন সিদ্দিকি, আবদুল মোত্তালিব, কালী আবু মোঃ মোর্শেদ, জাকারিয়া স্বপন, অংক, সোহেল, মাহবুব প্রমুখের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বিভিন্ন গ্রুপের পুরস্কারসমূহ দেয়ার জন্য ফ্লোরা লিঃ, এবাকাশ এণ্ড অটোমেশন, আনন্দ কমপিউটার্স, সাকাইমেক্স, কমপিউটার পয়েন্ট এবং জনাব আফতাব-উল-ইসলামকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি এই অনুষ্ঠানের জন্য অডিটোরিয়াম এবং সাজসজ্জার খরচ বহন করার জন্য ডেস্কটপ কমপিউটার কানেকশনের জনাব বোরহান উদ্দিনের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

জনাব কাদের এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা যাঁরা মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন তাদেরকে উপস্থিত দর্শকদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ কমপিউটার সোসাইটির সভাপতি এম আনিসুর রহমান খান পর পর

বিস্ময়কর পারদর্শিতা প্রদর্শনের জন্য বিশেষ পুরস্কারপ্রাপ্ত রুম্মান পুরস্কার নিচ্ছে ডঃ আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীন ও ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরীর কাছ থেকে। তাকে কোলে তুলে পুরস্কার নিতে সহায়তা করছে জাকারিয়া স্বপন

দু'বার এ ধরনের প্রতিযোগিতা আয়োজন করার জন্য কমপিউটার জগৎ-কে এবং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য সকল প্রতিযোগীকে অভিনন্দন জানান।

এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপিউটার বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান ডঃ এম লুৎফর রহমান কোন অবস্থাতেই যেন এ ধরনের প্রতিযোগিতা বন্ধ না হয় তার জন্য সকল মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, মেধার বিকাশের জন্য এ ধরনের প্রতিযোগিতা আরো বেশি করে করা উচিত। তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তরুণদের অবদানের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, মাসিক কমপিউটার জগৎ এদেশে তরুণদের মাঝে যে সচেতনতা তৈরি করেছে, এ দেশে কমপিউটারের উন্নয়ন তাদের দ্বারাই সম্ভব হবে।

বিশেষ অতিথির ভাষণে ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরী বলেন, এদেশের শিশু-কিশোরদের মধ্যে বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে এই প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে আমরা তাদের প্রতিভার পরিচয় দেখতে পাচ্ছি। এ প্রসঙ্গে তিনি জানান, বিশ্বের অনেক নামকরা বিজ্ঞানী ছোট ছোট বাচ্চাদের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে অনেক জটিল জটিল সমস্যার সমাধান করেছেন। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অনেক বিজ্ঞানীই তাঁদের ২৫ বছর বয়সের পূর্বেকার আইডিয়া নিয়ে কাজ করে নোবেল বিজয়ী হয়েছে।

ডঃ চৌধুরী বলেন, ১২ কোটি জন সংখ্যার এই দেশে শিশুদের মেধার বিকাশের জন্য এ ধরনের অনেকগুলি প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা হওয়া উচিত। তিনি এ ধরনের প্রতিযোগিতা স্পন্সর করার জন্য কমপিউটার কাউন্সিল, কমপিউটার সোসাইটি এবং কমপিউটার সমিতিকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

তিনি সকলের প্রতি সরকারকে একটাই দাবী জানাতে অনুরোধ করেন, অবিলম্বে যেন ইনফরমেশন নেটওয়ার্ক সুবিধা প্রদান করা হয়।

সভাপতির ভাষণে ডঃ আবদুল্লা আল-মূতী শরফুদ্দিন বলেন, সারা পৃথিবীতে একমাত্র এদেশের মানুষেরই উচ্চতা কমিয়ে ফেলা হচ্ছে পুষ্টির অভাবে। আমাদের মেধারও বিকাশ যেন না হয় সে ধরনের একটি পরিবেশ সমাজে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তিনি বলেন, ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরী বহু আগে স্কুলে স্কুলে কমপিউটার শেখানোর ব্যবস্থা করার প্রচেষ্টা চালান, আমরাও তাতে সমর্থন দিয়েছিলাম। দুনিয়ার সব দেশের স্কুলে কমপিউটার শেখানো হয়, তাদের শিশুদের মেধার বিকাশের জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করা হচ্ছে। অথচ এখানে জোর করে জাতির মেধার বিকাশকে দাবিয়ে রাখা হয়েছে। কমপিউটার জগৎ এর বিরুদ্ধে বিরাট ভূমিকা পালন করছে। তিনি কমপিউটার সাক্ষরতা বাড়াতে কমপিউটার জগৎ-এর অবদানের কথা উল্লেখ করে প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় সকল প্রতিযোগী এবং কমপিউটার জগৎ-কে অভিনন্দন জানান। ডঃ শরফুদ্দীন বলেন, সারা পৃথিবীতে এ দেশে জনপ্রতি কমপিউটারের হার সবচেয়ে কম। অথচ পৃথিবীতে সফটওয়্যারের ব্যবসা খুবই লাভজনক ও বিপুল অংকের এবং তা বেড়েই চলছে। এ বিষয়ে তিনি কমপিউটার ডাটা কমনিউকেশন নেটওয়ার্কের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করে নীতি নির্ধারকদের বোধদয় কামনা করেন।

সভাপতির ভাষণের পর বিজয়ী প্রতিযোগীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পুরস্কার বিতরণ করেন যুগপৎভাবে ডঃ আবদুল্লাহ আল-মূতী শরফুদ্দীন এবং ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরী।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার প্রতিযোগীদের নিজেদের তৈরি করা প্রোগ্রাম এবাকাশ এন্ড অটোমেশনের সৌজন্যে স্থাপিত কমপিউটারের মাধ্যমে প্রদর্শন করা হয়। এদের প্রোগ্রামের মান পৃথিবীর যে কোন দেশের সমবয়সী শিশু-কিশোরদের তৈরি প্রোগ্রামের সাথে তুলনীয় বলে বিশেষজ্ঞরা অভিমত ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে দেশের বিশিষ্ট কমপিউটার ব্যক্তিত্ব, কমপিউটার পেশাজীবী এবং প্রতিযোগীদের অভিভাবকসহ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী তরিকুল ইসলাম দেশের দক্ষিণাঞ্চলে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের দুর্যোগ মোকাবিলার দায়িত্ব পালন করায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মোঃ সাইফুস সাঈদ সানী, তাঁর সমাপনী বক্তব্যের মধ্য দিয়ে শেষ হয়ে দেশের এই ২য় কমপিউটার প্রোগামিং প্রতিযোগিতার মনোমুগ্ধকর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। ○

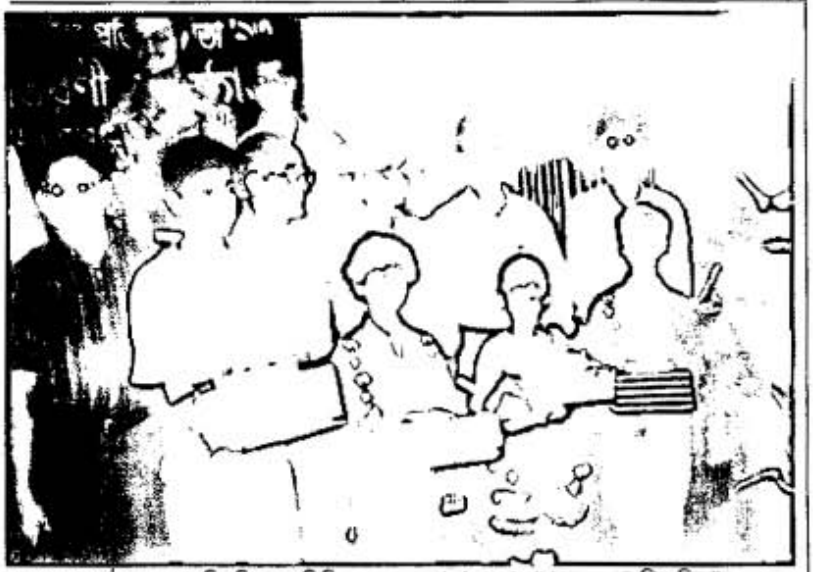

অনুষ্ঠানের সভাপতি, বিশেষ অতিথি ও বক্তাদের মাঝে পুরস্কারপ্রাপ্ত কয়েকজন শিশু-কিশোর

কমপিউটার জগৎ আয়োজিত ২য় প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় পুরস্কারপ্রাপ্তদের নাম তালিকা

নাম	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	পুরস্কার দাতা
গ্রুপ–এ		
১ম – মোহাম্মদ নুরুল মিনহাজ	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	ফেরালিমিটেড, আনন্দ কমপিউটার্স, মাসিক কমপিউটার জগৎ, মাসিক কমপিউটিং
২য় – রহমত আরা বেগম	পদার্থ বিদ্যা বিভাগ, ঢা. বি., ঢাকা	
৩য় – মোঃ হুমায়ুন কবীর	ফলিত পদার্থ ও ইলেকট্রনিক্স বিভাগ, ঢা. বি.	
গ্রুপ–বি		
১ম – মোজাহিদুল হক আবুল হাসনাত	নটরডেম কলেজ, ঢাকা	সাকাইমেক্স লিমিটেড, জনাব আফতাব-উল-ইসলাম, আনন্দ কমপিউটার্স, মাসিক কমপিউটার জগৎ, মাসিক কমপিউটিং
২য় – অলক চৌধুরী	মাইক্রোল্যান্ড, আই. আই. সি. ই. ঢাকা	
৩য় – মোঃ মোমিনুল হক	সেন্ট প্লাসিডস্ হাই স্কুল, চট্টগ্রাম।	
৩য় – মোঃ আরিফ হোসেন (রুবেল)	ঢাকা কলেজ, ঢাকা	
গ্রুপ–সি		
১ম – এ, বি, এম, আবদুল্লাহ্	দি সেইফওয়ার্কস	এবাকাস এন্ড অটোমেশন, আনন্দ কমপিউটার্স, মাসিক কমপিউটার জগৎ, মাসিক কমপিউটিং
২য় – ইমাম তাশরীদ আলম (উদ্ভাস)	গভঃ ল্যাবরেটরী স্কুল, ঢাকা	
৩য় – ওমর আল জাবির মিশো	গভঃ ল্যাবরেটরী স্কুল, ঢাকা	
সাধারণ – অংকন সিদ্দিকী	ম্যাপেল লীফ ইন্টা. স্কুল, ঢাকা	
সাধারণ – আহমদ জাকি চৌধুরী	সেন্ট যোসেফ হাই স্কুল, ঢাকা	
সাধারণ – মোঃ মোজাম্মেল হক	সেন্ট যোসেফ হাই স্কুল, ঢাকা	
গ্রুপ–ডি		
১ম – লিখন সিদ্দিকী	ম্যাপেল লীফ ইন্টা. স্কুল, ঢাকা	কমপিউটার পয়েন্ট, জনাব আফতাব-উল-ইসলাম, আনন্দ কমপিউটার্স, মাসিক কমপিউটার জগৎ, মাসিক কমপিউটিং
২য় – ইমাম তানভীন আলম (স্বচ্ছ)	ইউঃ ল্যাবরেটরী স্কুল, ঢাকা	
৩য় – রুম্মান আল আশেকিন	স্টেপ বাই স্টেপ কিডার গার্টেন, ঢাকা	
সাধারণ – কাজী মোঃ আশিক-উজ-জামান	সেন্ট যোসেফ হাই স্কুল, ঢাকা	
সাধারণ – রাশেদুল হক	সেন্ট যোসেফ হাই স্কুল, ঢাকা	
সাধারণ – অর্ণব আশফাক খান	সেন্ট যোসেফ হাই স্কুল, ঢাকা	
বয়সের তুলনায় বিস্ময়কর পারদর্শীতা প্রদর্শনের জন্য বিশেষ পুরস্কার পেয়েছে 'ডি'-এর গ্রুপের - রুম্মান আল আশেকিন।		মাসিক কমপিউটার জগৎ

মিলনায়তনসহ সকল সাজসজ্জা ডেস্কটপ কমপিউটার কানেকশন-এর সৌজন্যে।
কমপিউটার প্রদর্শনী এবাকাস এন্ড অটোমেশনের সৌজন্যে।